করোনা করবে না করুণা
প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ভালো
ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন

৫৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৫ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ৭ শ্রাবণ – ১৩ শ্রাবণ, ১৪২৮ ঃ ২৪ জুলাই – ৩০ জুলাই, ২০২১

Kolkata : 55 year : Vol No.: 55, Issue No. 39, 24 JULY - 30 JULY, 2021 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

চালু হলো
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যখন রাজনৈতিক

সন্ত্রাস নিয়ে কাঠগড়ায় তুলছে পশ্চিমবঙ্গকে সেই সময় তাকেই যেন সমর্থন জানিয়ে ত্রাণ দিতে গিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে নিজের সরকারের দলের হাতে অপদস্থ হলেন রাজ্যের গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী।

রবিবার : ২০২১–২২ সালের ১ অক্টোবর থেকে ৩১ জুলাই এই

দশমাসের শিক্ষাবর্ষ ঘোষণা করল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন। ফল প্রকাশে দেরি হলে ১৮ অক্টোবর থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।

সোমবার : ফোনে আড়িপাতা নিয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল গোটা দেশ।

ইজরায়েলি পেগাসাস স্পাইওয়্যার দিয়ে দেশের সাংবাদিক থেকে নেতা নেত্রীদের ফোন ট্যাপ করে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তো প্রশাসনিক কাজে ফোন ব্যবহার কম করতে পরামর্শ দিয়েছেন।

মঙ্গলবার : একদিকে শুরু হল উচ্চপ্রাথমিকে নিয়োগের

অফলাইন ইন্টারভিউ। অন্যদিকে এসএসসি আদালতে জানালো নিয়োগে অস্বচ্ছতা নিয়ে পাহাড়প্রমাণ অভিযোগ জমা হয়েছে। তার নিষ্পত্তির জন্য সময়সীমা বাড়ানো হোক। এই অবস্থায় আদৌ নিয়োগ হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় বাড়ছে।

বুধবার : করোনা আবহে পরীক্ষা না হলেও ফল বেরোলো মাধ্যমিকের। নবম শ্রেণির ও আগের পরীক্ষার ফল মূল্যায়ণে পাশ করল ১০০ শতাংশ। খুশি–অখুশির এই ফল পেরিয়ে কীভাবে একাদশে ভর্তি হবে এত পড়ুয়া তাই নিয়ে শুরু হয়েছে মাথাব্যথা।

বৃহস্পতিবার : নতুন স্পনসরের চুক্তিতে সই করাকে

কেন্দ্র করে দু দল লাল–হলুদ সমর্থকের মধ্যে সংঘাতে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সামনের রাস্তা। বিক্ষোভ সামাল দিতে বিশাল পুলিশ বাহিনী সমেত ডিসি সাউথকেও হস্তক্ষেপ করতে হল।

শুক্রবার : পরীক্ষা ছাড়াই পূর্ববর্তী পরীক্ষার ফল মূল্যায়ণ করে বেরোলো উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল। পাশের হার ৯৮ শতাংশ। মাধ্যমিকের মত বহু জনের প্রথম স্থান অধিকারের মতো এবার ঘটল না। উচ্চমাধ্যমিকে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে এক জন। প্রথম দশে ঠাঁই হয়েছে ৮৬ জনের।

সবজান্তা খবরওয়ালা

শ্রাবণে শরতের হাতছানি, মুখ লুকোচ্ছে আবহাওয়া দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবন অঞ্চলের উপকূলে যারা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যান তাদের সঙ্গে আবহাওয়া বিষয়ে যতবার আলোচনা হয়েছে ততবারই তারা ভারতের আবহাওয়ার পূর্বাভাসের উপর অবিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন। বরং তারা বাংলাদেশের আবহাওয়াবিদদের পরামর্শ মতো চলতে বেশি পছন্দ করেন। বিশেষ করে আষাঢ়–শ্রাবণ মাসে বর্ষা সংক্রান্ত পূর্বাভাষে ভারতের আবহাওয়াবিদরা অনেক পিছিয়ে আছেন বলে এ দেশের মৎস্যজীবীদের ধারণা। এই অবিশ্বাস বেশ কয়েকবছর ধরে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতাতেও ধরা পড়ছে। প্রবীণ ভৌগোলিক ও আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরাও বেশ কয়েকবছর ধরে ক্রমাগত বলতে

শুরু করেছেন মৌসুমীর চরিত্র ও গতিপথ পাল্টে যাচ্ছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূগোলবিদ কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের মূল্যায়ণ। তিনি প্রায় ৪০ বছর আগে মরু চাষের কুফল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলে দিয়েছিলেন মৌসুমী এলোমেলো হতে শুরু করেছে। ভবিষ্যতে স্বাভাবিক বর্ষা থেকে বঞ্চিত হবে দেশ। আলিপুর বার্তায় বহু প্রবন্ধে তিনি এই সাবধান বাণী শুনিয়ে গিয়েছেন। শুধুমাত্র ব্যতিক্রম এ দেশের সরকারি আবহাওয়াবিদরা। তারা এসব মতামত ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বারবার বলে এসেছেন বর্ষা স্বাভাবিক ছন্দেই দেশে প্রবাহিত। আজ ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে ভারতে বর্ষার চরিত্র। যাকে বর্ষা বলে আবহাওয়াবিদরা এতদিন অভিহিত করে এসেছেন তা যে বর্ষা নয় সর্বনাশা প্লাবন এখন তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে সাধারণ মানুষ। অধ্যাপক কাশীবাবু আজ পৃথিবীতে নেই। কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই পরলোক থেকে দেখে অলক্ষ্যে হাসছেন কিভাবে তার ভবিষ্যৎবাণী মিলে যাচ্ছে। ২০২১ তো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে বর্ষার ভয়াবহ চেহারা। শ্রাবণের মাঝেও মাঠে বীজ পোঁতার মত জল হল না। বরং আকাশে শ্রাবণের মেঘের ঘোরাঘুরি শরতের আগমনকে তরান্বিত করছে। কিন্তু না, তাও হয়তো হওয়ার নয়। হঠাৎই হয়তো নামতে পারে মেঘভাঙা বৃষ্টি।

এরপর তিনের পাতায়

আধুনিক মেশিনের ধান রোপন

মেহেবুব গাজী : উন্নত প্রযুক্তির মেশিনের সাহায্যে কম খরচে এবং কম সময়ের মধ্যে কীভাবে ধান চাষ করা সম্ভব তা দেখালেন কৃষি আধিকারিকরা। রাজ্য সরকার 'নির্ধারিত আত্মা' প্রকল্পের মাধ্যমে ডায়মন্ড হারবার ১ নং ব্লকের দিয়ারক ও বাসুলডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় স্বয়ংক্রিয় ধান রোপণ মেশিনের সাহায্যে (Mechanical Rice Transplanter) প্রায় একশো দশ একর জমিতে ধানের চারা রোপণের কাজ শুরু হল। জেলার মধ্যে ডায়মন্ড হারবারে এমন উদ্যোগ প্রথম বলেই খবর প্রশাসন সূত্রে।

আউশ, আমন, বোরো – মূলত এই তিন প্রকারের ধান চাষ হয়।

নতুন এই পদ্ধতির সাহায্যে সম্পূর্ণ সরকারি সহযোগিতায় আমন ধানের প্রতীক্ষা' প্রজাতির ধানের চাষ শুরু হল। এতদিন ধান চাষে ধানের চারা রোপণের ক্ষেত্রে মাথার ঘাম পায়ে ফেলার মত অবস্থা হত কৃষকদের। হাতে করে ধানের চারা রোপণ করতে সময় যেমন লাগত তেমনই যেত শ্রমিক খরচ। কিন্তু এই পদ্ধতিতে চাষ করলে উপকৃত হবেন এলাকার প্রায় শতাধিক কৃষক। প্রশাসন সূত্রে খবর, Mechanical Rice Transplanter মেশিনের সাহায্যে ১ বিঘা জমিতে চাষ করতে ২০ থেকে ২২টি ট্রে লাগে। ডিজেল ও কেরোসিন চালিত এই মেশিনের সাহায্যে খুব সহজেই ধান উৎপাদন করতে সক্ষম হবেন কৃষকরা। উৎসাহিত কৃষকরা ইচ্ছুক থাকলে কৃষি দপ্তরের অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

পুরনো পদ্ধতিতে চাষ করলে ১ বিঘা জমিতে প্রায় ৬ থেকে ৮ কেজি বীজ লাগতো সেখানে এই প্রক্রিয়ায় চাষ করলে বীজ লাগছে মাত্র ২ থেকে আড়াই কেজি। যেখানে আগে এক থেকে দুই দিন সময় লাগত সেখানে ১ বিঘা জমিতে রোপণ করতে সময় লাগছে প্রায় ২০ থেকে ২৫ মিনিট। স্বয়ংক্রিয় ধান রোপণ মেশিনের সাহায্যে চাষ করলে প্রতি হেক্টরে প্রায় প্রায় সাড়ে পাঁচ টন ধান উপাদন করতে পারবেন কৃষকেরা। খুবই কম সময়ে রোপন কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন তাঁরা।

রিপোর্টে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বারুইপুর, ব্যারাকপুর, ডাঃ হারবার

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য জুড়ে ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্ট মানুষের কাছে তুলে ধরতে এবং জাল ভ্যাকসিন কাণ্ড, ভ্যাকসিন দেওয়ার দলবাজির প্রতিবাদে ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার আমতলার জেলা কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন হল গত ২০ জুলাই। উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি উমেশ দাস, রাজ্য লিগাল সেলের সদস্য লোকনাথ ব্যানার্জী, জেলা সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু, প্রদীপ মণ্ডল, জয়দেব দত্ত এবং সাতগাছিয়ার প্রার্থী চন্দন পাল প্রমুখ।

উমেশ দাস বলেন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ইতিমধ্যেই হাইকোর্টে রিপোর্ট পেশ করে কুখ্যাত দুস্কৃতিদের নামের তালিকা দিয়েছেন, অবিলম্বে তাদের অভিযোগ খতিয়ে দেখে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। রাজ্য লিগাল সেলের সদস্য লোকনাথ ব্যানার্জী বলেন, রাজ্যে গণতন্ত্র নেই। শাসকের অগণতান্ত্রিক সরকার চলছে। সহসভাপতি সুফল ঘাঁটু কমিশনের রিপোর্ট তুলে ধরে বলেন, দিনরাত পরিশ্রম করে কমিশন ২০ দিনের মধ্যে ৩১১ জায়গা পরিদর্শন করেছেন। মানবাধিকার কমিশন এবং অনুসন্ধান কমিটির কাছে আসা প্রায় ১৮৯৩টি অভিযোগ ডিজির কাছে পৌঁছানো হয়েছে। মাত্র ১৩৭টি ঘটনায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। সুফল বাবু বলেন, এই সরকার মানবিক নয়, দানবিক। সুফলবাবু বলেন ২১ জুলাই বিজেপির পক্ষ থেকে জেলা জুড়ে শহিদ দিবস পালন করা হবে। বিজেপির দাবি ভোট পরবর্তী হিংসায় এই জেলায় ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে, বিজেপির আন্দোলন চলবে। কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী কোচবিহার, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং কলকাতায় থেকে সর্বাধিক অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রশাসনিক জেলাগুলির মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বারুইপুর, ব্যারাকপুর এবং ডায়মন্ড হারবার।

উচ্চমাধ্যমিকের সামগ্রিক মূল্যায়ন অসন্তোষজনক

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি অধ্যাপিকা ড. মহুয়া দাস ২২ জুলাই এবছরের উচ্চমাধ্যমিকের বিকল্প মূল্যায়নের ফল প্রকাশিত হল করলেন। ছেলেদের টপকে এবারের উচ্চমাধ্যমিকের শীর্ষে এককভাবে অবস্থান করছে বিজ্ঞান বিভাগের যে শিক্ষার্থী সে বিকল্প মূল্যায়নে মোট ৫০০ নম্বরের ৪৯৯ পেয়েছে। এবার যেহেতু উচ্চমাধ্যমিকের ফল বিকল্প মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রকাশ করা হয়েছে, তাই কাউকে প্রথমস্থানার্থী বলে ঘোষণা না করে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে সাত জন করে ছাত্রছাত্রীর নাম, তৃতীয় স্থানে একজন, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে তিনজন করে রয়েছে, সপ্তম স্থানে রয়েছে আটজন, অষ্টম ও নবম স্থানে রয়েছে ১৯ জন করে এবং দশম স্থানে রয়েছে ১৮ জন। সবমিলিয়ে প্রথম দশটি স্থান পেয়েছে ৮৬ জন। এখানে কলকাতা জেলার ছাত্রছাত্রী আছে চারজন। গতবারের মতো মেধাতালিকা প্রকাশ না করলেও সংসদের অভ্যন্তরীণ রিপোর্ট থেকে এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে। কলকাতা জেলায় সার্বিকভাবে ৯৮.৮১ শতাংশ সফল হয়েছে। কলেজ স্ট্রিটের হিন্দু স্কুলের দুই ছাত্র দুজনেই ৪৯৫ নম্বর পেয়েছে। উল্লেখ্য, এবছর উচ্চমাধ্যমিকে মোট তালিকাভুক্ত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৮,১৯,২০২ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ৭,৯৯,০৮৮ জন। আর বাকি ২০,১১৪ জনকে উত্তীর্ণ করা সম্ভব হয়নি। এবার পাসের হার ৯৭.৬৯ শতাংশ। সংসদের ইতিহাসে যা ঐতিহাসিক। গতবার পাসের হার ছিল ৯০.১৩ শতাংশ। ছাত্রদের পাসের হার ৯৭.৭০ শতাংশ এবং

ছাত্রীদের পাসের হারও প্রায় সমান। সবমিলিয়ে রাজ্যের সব জেলায় পাসের হার ৯০ শতাংশ বা তার বেশি। সাদা চোখে এই মূল্যায়ন দেখে খুব ভালো লাগছে বলে অনেকেই বলে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু, এবারের উচ্চমাধ্যমিকে সামগ্রিক যে নম্বর সেই নম্বরের ভিওতিতে বলা যেতে পারে যে এবারের উচ্চমাধ্যমিকের মূল্যায়ন খুব ভালো হয়নি পষ্টত, যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর মূল্যায়ন সন্তোষজনক নয়। প্রথম বিভাগ অর্থা ৬০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২০২০ তে ছিল ৩,২২,০৫৬ জন। আর এবার ২,৭২৯ কমে ৩,১৯,৩২৭ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। আরও আছে। গ্রেডভিত্তিক পরিসংখ্যানে তাকালে দেখা যাচ্ছে, ও' গ্রেড অর্থা ৯০ – ১০০ শতাংশ নম্বর ২০২০ – তে পেয়েছিল ৩০,২২০ জন। এবার ২০২১ – এ মাত্র ৯,০১৩ জন। এ+' গ্রেড অর্থা ৮০ – ৮৯ শতাংশ নম্বর ২০২০ – তে পেয়েছিল ৮৪,৭৪৬ জন। এবার মাত্র ৪৯,৩৭০ জন। এ' গ্রেড অর্থা ৭০ – ৭৯ শতাংশ নম্বর ২০২০ – তে পেয়েছিল ৯৬,৮২৫ জন। এবার কমে হল ৯৫,৭৫৮ জন।

এরপর তিনের পাতায়

ছদ্ম বিরোধিতা না প্রকৃত লড়াই

পার্থসারথি গুহ : ২১ জুলাই যথারীতি পালন করল তৃণমূল। এবারের বিধানসভা ভোটে বিজেপিকে টেক্কা দেওয়ার পরে নিশ্চিতভাবেই এই তাৎপর্যপূর্ণ দিবসটির ক্ষেত্রে ঢাকঢোল পেটানোর কথা ছিল। কিন্তু করোনা কাটায় সঙ্কুচিত হল সেই উদ্যোগ তথা আড়ম্বর। তবে দলীয় কর্মীদের কাছে বার্তা দিতে দেরি করল না দল। মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ভার্চুয়াল ভাষণের মধ্যমণি ছিলেন। তাঁর বক্তব্যের মূল সুর যত না রাজ্যকে কেন্দ্র করে প্রবাহিত হল তার চেয়ে ঢের বেশি জায়গা করে নিল কেন্দ্রের মোদী সরকারের বিরোধিতা। সেদিক থেকে অবশ্য আপত্তির কিছু নেই। কারণ, বিজেপি এই রাজ্যে তৃণমূলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী যেমন ঠিক তেমনই কেন্দ্রেও তাদের সরকারই প্রতিষ্ঠিত। ফলে রাজ্য ও কেন্দ্রের যুযুধান প্রতিপক্ষের সঙ্গে সম্মুখ সমরে নামার প্রচুর রসদ হাতে মজুত ছিল।

কদিন আগেই শত্রুর মুখে ঝামা ঘষে হইহই করে জিতে এসেছে তৃণমূল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন।

সবকিছু যখন নিজেদের ফেবারে

ঠিক তারপরই পুরনো নারদ মামলায় হেভিওয়েট মন্ত্রীদের গারদবাস নিঃসন্দেহে অনেকগুলি প্রশ্নের অবতারণা করেছে। তাহলে কী মমতারা যা বলছেন তাই ঠিক? অর্থাৎ বাংলা দখলের ফানুস ফেটে দিল্লির বিজেপির মহামহিমরা দাঁতনখ বেআব্রুভাবে বের করছেন। যাতে ফালাফালা হয়ে উঠছে বঙ্গ রাজনীতি।

প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বনাম মুখ্যমন্ত্রীর এই সম্মুখসমর যখন শুরু হয়েছে তখনই আবার রাজ্যকে জুঝতে হচ্ছে মারণ রোগ কোভিড ১৯ এর ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা দ্বিতীয় ঢেউয়ের সঙ্গে। এমতাবস্থায় চার তৃণমূল নেতা–মন্ত্রীর গ্রেফতারি মোটেই সময়োচিত নয় বলে মন্তব্য করছেন একদল সমালোচক।

টনক টনটনাচ্ছে আরেকটি জোরদার বিষয়ও।

এরপর তিনের পাতায়

কুন্তীসংগমে নয়াসরাই ঝুলন্ত সেতু আজও বিস্ময় জাগায়

মলয় সুর : হুগলির ত্রিবেণী–কুন্তীঘাট সংলগ্ন নয়াসরাই। এখানে গঙ্গা কুন্তী সঙ্গমস্থল বরাবর কুন্তী নদীর ওপরে রয়েছে বাংলার অন্যতম প্রাচীন স্থাপত্যকলায় নির্মিত ঝুলন্ত রোপওয়ে সেতু। অষ্টাদশ শতকের এক দুর্লভ স্মৃতিচিহ্ন হয়ে বিস্ময়করভাবে আজও এটি বিদ্যমান। হাওড়া–কাটোয়া লাইনে কুন্তীঘাট স্টেশন ছড়িয়ে পূর্বদিকে চোখ রাখলে কুন্তীসঙ্গমে এই ঝুলন্ত সেতুটি দেখতে পাওয়া যাবে। পশ্চিমবাংলায় সম্ভবত হাওড়া ব্রিজ এবং কুন্তীঘাটের এই ঝুলন্ত ব্রিজ দেখতে পাওয়া যায়। এই দুই ব্রিজের কোনও নাট বল্টু নেই। এছাড়া উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে লছমনঝুলাকে স্মরণ করা যায়। আসলে কলকাতা নগর পত্তনের আগে থেকে রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে দক্ষিণবঙ্গে আসার একমাত্র সহজ সড়ক যোগাযোগ ছিল এই পথেই। হুগলির ফৌজদার মল্লিক কাশেম ১৬৬৮–৭২ সাল নাগাদ প্রতিষ্ঠা করেন হুগলির বিখ্যাত মল্লিক কাশেম হাট। মূলত কৃষিজাত দ্রব্য কালনা গুপ্তি পাড়া থেকে এই পথেই জোগান মারফত হাটে আমদানি করা হতো। পরবর্তীকালে দীর্ঘ প্রসারিত এই পথটির নাম হয় মুর্শিদাবাদ রোড। অষ্টাদশ শতকে নবাব আলিবর্দীর আমলে নির্মিত এই পথটি দক্ষিণে ভাগীরথীর পশ্চিমপ্রান্তে এসে বলাগড়, গুপ্তিপাড়া, নয়েসরাই বংশবাটি, ব্যান্ডেল, হুগলি, আলিনগর হয়ে হাওড়া–বালি পৌঁছত ও সেখান থেকে কলকাতা উল্লিখিত এই

মুর্শিদাবাদ রোডটি ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথ। নবাবী আমলে সিরাজদৌল্লা কলকাতা আক্রমণ করেছিলেন সম্ভবত এই পথ ধরেই। সেনাবাহিনীর বিশ্রামের জন্য সিরাজ ত্রিবেণী কুন্তীঘাট এলাকায় নতুন সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন বলেই স্থানটি 'নয়েসরাই' হিসাবে পরিচিত পেয়ে আসছে। কুন্তীর ওপরে কাঠ ও লৌহ নির্মিত ঝুলন্ত রোপওয়েটি আলিবর্দীর আমলে প্রথমে নির্মিত হয়। গোটা অষ্টাদশ শতকে ত্রিবেণীর দেশবিখ্যাত পণ্ডিত তর্ক পঞ্চানন সপরিবারে এই অঞ্চলে বসবাস করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই মুর্শিদাবাদ রোড ত্রিবেণী থেকে বলাগড় অংশটি পরিবর্তিত হয়ে পরিচিত হয় জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন রোড হিসাবে। এদিকে উত্তরবঙ্গ ও অসম যাওয়ার একটি স্থায়ী সড়কপথ নির্মাণ হওয়ায় মুর্শিদাবাদ রোড ও ঝুলন্ত রোপওয়ে সেতুর গুরুত্ব হ্রাস পায়। তবে ইদানীং কালে দূরবর্তী গ্রামগুলি থেকে হাজারো কারখানা শ্রমিক, ছাত্রছাত্রী, কৃষিজীবী এ পথেই সেতুর মাধ্যমে যাতায়াত করে থাকেন। স্থানীয় চন্দ্রহাটি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দেবিকা চক্রবর্তী ও উপপ্রধান ধর্মেন্দ্র সিং রয়েছেন। সেতুর মধ্যে কাঠের পাটাতনগুলি মাঝে মধ্যে পালটানো হয়। হুগলি জেলা পরিষদ কাঠের পাটাতনের বদলে কংক্রিটের করার আবেদন করেও ফল হয়নি। কর্তৃপক্ষ ঐতিহ্যশালী রোপওয়ে সেতুটি যথাসম্ভব অক্ষত আকারে টিকিয়ে রাখতে চান। জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা অর্থে তর্ক পঞ্চানন রোডটি পাকা হলেও নয়েসরাই রোপওয়ে পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার করা হয়নি। তবে প্রাচীন পুরা স্থাপত্যের এত বড় ঐতিহ্য যাতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক হেরিটেজ আখ্যা দেয়। জাতীয় পুরাকীর্তি হিসাবে সংরক্ষণযোগ্য স্মারকের মর্যাদা পায় সেদিকে স্থানীয় মানুষ জনমত গড়ে তোলার পক্ষপাতী।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৫ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ২৪ জুলাই – ৩০ জুলাই, ২০২১

অপরাধ রুখতে

পশ্চিমবাংলার নির্বাচনের আগে এবং ফল প্রকাশের পর যে ধারাবাহিক রাজনৈতিক হিংসা ও অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে তা যথেষ্ট উদ্বেগের বিষয়। রাজনৈতিক দলগুলির চাপান উতোরের আড়ালে ভয়ংকরভাবে গ্রামীণ বাংলায় অপরাধের ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। ভোট আসবে ভোট যাবে কিন্তু নৈতিকতার পতন ও অপরাধের বৃদ্ধি সামাজিক ভাবে সমাজকে বৃহত্তর অর্থে জাতিকে পিছিয়ে দেয়। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদাররা বর্তমান বাংলাদেশের সামাজিক অবক্ষয়ের দৃষ্টান্ত রেখে গেছে। সেখানেও ঘটেছিল নিশংসতা ও বর্বরতা। আরও একটু পিছিয়ে গেলে অখন্ড ভারতের বিশেষ করে অখন্ড বাংলায় ১৯৪৩-৪৪ সালে ঘটেছিল ব্রিটিশের তৈরি মহা দুর্ভিক্ষ। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের কুচক্রান্তে প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল বাংলায়। তারপরেও দুর্ভিক্ষের অভিঘাতে সামাজিক অপরাধ বেড়ে গিয়েছিল।

মহাবারির অতি প্রকোপে পশ্চিমবাংলার একদিকে বেকারত্ব অভাব যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে একই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে সামাজিক অবক্ষয়। এই অবক্ষয়ের থেকে কোনও কোনও গণমাধ্যম সচেতনতার দায়িত্ব পালন করতে পারছে না। তারাও হয়ে পড়ছে নানা রঙের রাজনৈতিক দলের মার্কা বাহী মুখপত্র। যেমন উত্তরপ্রদেশে কোনও অপরাধ সংঘটিত হলে আজকাল অনায়াসে কোনও কোনও দৈনিক সংবাদ পত্রে লিখে থাকে যোগী রাজ্যে অমুক অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। অপরাধের গুরুত্ব লাঘব করতে কোনও কোনও সংবাদ মাধ্যমের এমন প্রচেষ্টা খুবই লজ্জাজনক।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক হিংসা ভয়াবহ। মানবাধিকার কমিশনের এহেন পদক্ষেপকেও রাজনৈতিক রঙে রাঙিয়ে কোনও কোনও রাজনীতি আশ্রয়ী সংবাদ মাধ্যম জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে।

লকডাউনের এই চরম দুঃসময়ে একদিকে যেমন অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে তেমনি মাত্রাছাড়া অপরাধ আশানারূপ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না। একের পর এক ভুয়ো আইএএস, ভুয়ো পুলিশ, ভুয়ো উকিল, ভুয়ো চিকিৎসকের পাশাপাশি সাইবার অপরাধ প্রবণতা বেড়েই চলেছে। নানা প্রতারণার ফাঁদে সর্বশান্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। এছাড়া প্রাচীন মন্দিরগুলি থেকে চুরি, নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের বাড়িতে চুরি, ডাকাতি কিংবা হত্যা বাংলার মান মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করছে। অপরাধীরা বিভিন্ন সময়ে নানা রঙের রাজনৈতিক শিবিরে আশ্রয় নিচ্ছে।

প্রতিবেশি বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে সাম্প্রতিক কালে যে জঙ্গিবাদীরা ও মাদক পাচারকারীরা এ বাংলায় ঢুকে পড়ছে তা আশঙ্কাজনক। গণমাধ্যমে সঠিকভাবে প্রকৃত তথ্য জনসাধারণের কাছে উপস্থাপন করা সংবাদপত্রের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। দুর্ভাগ্যবশত এ বাংলায় অধিকাংশ সময়ে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলির মুখপাত্রদের তীব্র বাক্‌বিতন্ডা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রচার করা হলেও সাধারণ মানুষকে সতর্ক করার জন্য এবং অপরাধের মাত্রা কমাবার কোনও তাগিদ লক্ষ্য করা যায় না।

টেলিভিসনের নানা সিরিয়ালে একদিকে যেমন হিংসা অপরাধকে উস্কে দেবার প্রচ্ছন্ন আবেদন থাকে অন্যদিকে নানা মোবাইল গেমে ভয়ংকর অপরাধমূলক খেলা পরিবেশিত হয়। রাজনৈতিক দলগুলির 'খেলা' যেমন সামাজিক ন্যায় নীতিতে কখনো কখনো আঘাত করে তেমনই কৈশোর ও বয়ঃসন্ধির ছেলে মেয়েদের ভার্চুয়াল খেলাগুলি মস্তিষ্কে অবচেতনে হিংসার বীজ বুনে দেয়। ভবিষ্যতে জাতির চালিকা শক্তি যাদের হাতে থাকবে তাদের মাথায় সামাজিক অপরাধের এই দিকগুলি প্রকট হবে নর তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। অপরাধ রুখতে শুধুমাত্র পুলিশ কিংবা প্রশাসন নয় দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলগুলির পাশাপাশি গণমাধ্যমকেও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। অপরাধীদের 'নায়ক' বানিয়ে দিনের পর দিন গণমাধ্যমের উপস্থাপন করলে বর্তমান প্রজন্মের কাছে নিশ্চিতভাবে ভুল বার্তা যাবে।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র তেরো

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্‌বিচচক্ষিরে।।১৩।।

অনুবাদ

বলা হয় যে, সর্বকারণের পরম কারণের উপাসনা দ্বারা এক ফল লাভ হয় এবং যিনি পরমেশ্বর নন, তার উপাসনা দ্বারা ভিন্ন ফল লাভ হয়। যে সমস্ত ধীর ব্যক্তি সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে এই বিষয়ে শুনা যায়।

তাৎপর্য

ভগবানের ভক্ত ও সখা না হলে কেউই ভগবদ্‌গীতা হৃদয়ঙ্গম করতে ারবে না। এই কথার অর্থ এই যে, অর্জুনের পথ অনুসরণকারীই কেবল ভগবদ্‌গীতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

আজকাল এই মহান কথোপকথনের অনেক ভাষ্যকার এবং অনুবাদক আছে যাদের অর্জুনের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশাবলী সম্পর্কে প্রকৃতই কোনও জ্ঞান নেই। তাদের স্বকল্পিত মতানুসারেই ভগবদ্‌গীতার শ্লোকগুলির ব্যাখ্যাকারেরা শাস্ত্রগ্রন্থের নামে সব রকমের আবর্জনারই সৃষ্টি করে। এই সমস্ত ভাষ্যকারেরা শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বাস করে না, তাঁর নিত্য ধামকেও বিশ্বাস করে না। তা হলে তারা ভগবদ্‌গীতা ব্যাখ্যা কী করে করতে পারে?

গীতা (৭/২০) স্পষ্টভাবে বলছে যে, যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে তারাই দেবতার উপাসনা করে। চরমে শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছেন (গীতা ১৮/১৬) যে, সব রকম পন্থা এবং উপাসনার পদ্ধতি পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে তাঁরই শরণাগত হতে হবে। যারা সম্পূর্ণভাবে পাপমুক্ত হয়েছে তাদেরই কেবল পরমেশ্বর ভগবানে এই রকম অপ্রতিহত শ্রদ্ধার উদয় হয়। অন্যরা তুচ্ছ উপাসনার পন্থার দ্বারা জড়-জাগতিক স্তরে ইতস্তত ঘোরাফেরা করতে থাকবে এবং

ফেসবুক বার্তা

1000+ years ago our ancestors told us to blow Shankh (Conch) daily during Pooja.

But today doctors are advicing people to use device called Spirometer which helps to expand our lungs by helping you to breathe more deeply and fully (Same function as Shankh).

No matter how advance we become, one day we will return to where our ancestors started.

রেকর্ড আর রেকর্ড: বাজারের গল্প ওপরের দিকে

পার্থসারথি গুহ : ১৬ হাজারের নিফটি শেয়ার বাজারে নিশ্চিতভাবে একটা রেকর্ড স্থাপন করেছে। এই সর্বোচ্চকালীন পয়েন্ট অবশ্য নিফটির নিরিখে হয়েছে। এটা ঠিক ভারত তথা বিশ্বের বিভিন্ন অর্থবাজারের এই পয়েন্ট সংগ্রহের অভিযান স্বীকৃতি কুড়িয়ে থাকে। কীর্তি হিসেবে খোদিত থাকে। এরসঙ্গে সেনসেক্সও ৫৩ হাজারের নজির গড়েছে। যদিও এর বাইরেও শেয়ার বাজারের অনেক আনটোল্ড স্টোরি বা না কথ্য কথা থাকে। যা সীমাবদ্ধ থাকে যদি এমন হত বা এমন হলেও হত গোছের। কী সেই অজানা কথা যা প্রতিনিয়ত অন্য ছবির সন্ধান দিতে দিতেও সেই মুহূর্তে বদলে যায়।

আসলে শেয়ার বাজারে প্রচুর মুনি রয়েছেন। তাঁরা হরেক সময় হরেক রকমের প্রেডিকশন দিয়ে থাকেন। যা সবসময় ফলবৎ হয় না। বলা ভাল বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রথীমহারথীদের ভবিষ্যতবাণী মুখ থুবড়ে পড়ে। তাতে কী হয় অনেক লগ্নিকারীই তাতে অথৈ জলে পড়েন। আবার নিজের মতো ট্রেড করে দেখা যায় অনেক বিনিয়োগকারী সাফল্যের ষোলোকলা পূর্ণ করেছেন।

সব কিছু ভেঙে যাওয়ার পর ফের নতুন করে সংসার নিয়ে বসা। এ গল্পো দীর্ঘদিন ধরেই চালু আছে শেয়ার বাজারে। এ যেন অনেকে মসকরা করে বলে থাকেন, এ হল বালির ঘর। এই আছে, এই নেই। অনেক খেটে খুটে কেউ হয়তো বালি দিয়ে কোনও আকর্ষণীয় জিনিস তৈরি করলেন। কিন্তু এক লহমায়, সমুদ্রের এক বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় সব খানখান হয়ে গেল। নমো-২ য়ের প্রত্যাবর্তনের পর ভারতীয় শেয়ার বাজারে যেন চলছে এমনই এক নতুন ভিত প্রস্তরের কাজ। এর ওপরের দিকটা যদি ১৬-১৭ হাজার হয় নিফটির ভিত্তিতে, তাহলে নিচের জায়গাটা সাড়ে ৯-১০ হাজার হতেই পারে। অন্তত এই অভিমত পোষণ করছেন বিশেষজ্ঞরাই।

শেয়ার বাজারেও এমন ঘটনা যে ঘটে না তা নয়। কোনও শেয়ারের দাম বাড়তে বাড়তে হয়তো মহীরূহ ছুঁয়ে ফেলল। তারপরেই তাকে গ্রাস করল এক ভয়াবহ পতন। যার হাত ধরে নতুন করে নিচের দিকে তলিয়ে যেতে থাকল শেয়ারটি। এ খেলা বহুদিন ধরেই চলে আসছে অর্থবাজারে। ভারত বলে নয়, তামাম দুনিয়ার শেয়ার বাজারেই এমন নাটকের শুরু ও যবনিকাপাত ঘটে চলেছে অহরহ। তবে তার মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা বাজারের এই তুর্কীনাচনের সঙ্গে তাল রাখার ধান্দায় না গিয়ে বেছে নেন এসআইপি বা সিস্টেমিক ইনভেস্টমেন্টের পদ্ধতি। অর্থাৎ নিয়ম মেনে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করা শেয়ার বাজারের জন্য। মাসের একটা সুনির্দিষ্ট সময় যা ব্যাঙ্কের খাতা হয়ে বয়ে যায় বাজারের দিকে। ইতিহাস বলছে, এমনভাবে যাঁরা ট্রেড করে থাকেন শেষপর্যন্ত তাঁরাই তাঁদের অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারেন শেয়ার বাজারে। নচেৎ লবডঙ্কা মিলতে সময় নেয় না। এমনকি তুমুল আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যেও পড়তে হয় এলোমেলো শেয়ার ট্রেডিংয়ে। সেজন্যই বাজার বুল থাকুক আর বেয়ার, এসআইপি ধরে রাখাটাই শ্রেয় বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

প্রশ্ন উঠেছিল, এই কারেকশন কেমন পর্যায়ের হবে? তেলের পাশাপাশি সোনার দামে ফের উত্তরণ আরও একটা বড় চিন্তার কারণ হতে চলেছে। যার নিট কথা হল, ইক্যুটি বা শেয়ার বাজারের বাজারের টাকা বোধহয় এবার স্থানান্তরিত হয়ে কমোডিটি অঞ্চলে ঢুকতে চলেছে। এরসঙ্গে আরও একটা বিষয় যথেষ্ট উদ্বেগ জাগাচ্ছে। তা হল, শুধুমাত্র হাতেগোণা কিছু শেয়ারের মধ্যেই এখন লিকুইডিটি ঘুরপাক খাচ্ছে। যা মোটেই খুব একটা সন্তোষজনক নয়। কিন্তু যে কতদিন চলবে সে ব্যাপারে কেউ খুব একটা আলোকপাত করেননি।

সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে একটা বড়রকমের দোলাচল কাজ করছে ট্রেডারদের মধ্যে। বিশেষ করে দেশি সাহেব বা ডোমেস্টিকরা বছরের প্রথম থেকেই বেচুবাবুকে হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাজেট পর্যন্ত তাদের এই মুড বজায় থাকলেও এখন অবশ্য তাঁরা ফের ক্রেতা হয়ে উঠেছেন। বস্তুত বিদেশিদের লাগাতার বিক্রির মাঝে তাঁদের কেনা স্বস্তি জোগাচ্ছে সাধারণ মানুষকে। তাই এখনই খুব বেশি চিন্তা না করে সাধারণ লগ্নিকারীদের মুনাফা পেলে তা উঠিয়ে নিতে পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। পরে স্থিতাবস্থা ফিরলে জোরকদমে বাজারে ফেরার পরামর্শ থাকছে।

মিষ্টির তালিকায় নজর কাড়ছে ছানার জিলিপি

পূর্ব বর্ধমান

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্ধমানের সীতাভোগ ও মিহিদানা, শক্তিগড়ের ল্যাংচা, কাটোয়া শহরের শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী পরাণের পান্তুয়া, নিগন এবং বলগনার ছানার মণ্ডার পর এবার রাজ্যের শস্যগোলায় মিষ্টির তালিকায় নজর কাড়তে শুরু করেছে অগ্রদ্বীপের ছানার জিলিপি। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী ও ভাগীরথী নদীর ডান তীরবর্তী অগ্রদ্বীপ একটি প্রাচীন জনপদ। বর্তমানে হাওড়া-কাটোয়া রেলপথে অগ্রদ্বীপ ধাম স্টেশনকে কেন্দ্র করেই জমজমাট এই এলাকা। এখন যেটা অগ্রদ্বীপ (আর এস) নামে পরিচিত। এখানকারই বিভিন্ন মিষ্টির দোকানে থরে থরে সাজানো থাকে জিভে জল আনা ছানার জিলিপি। কিছু দূরে নদীর অপর পাড়ে বৈষ্ণব তীর্থক্ষেত্র অগ্রদ্বীপ গ্রাম। এখানেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদধুলিধন্য গোপীনাথ ধাম রয়েছে। একদিকে বৈষ্ণব তীর্থক্ষেত্রে পুণ্যলাভ অন্যদিকে রসনাতৃপ্তির জন্য ছানার জিলিপি। এখান থেকে কিছু দূরেই রয়েছে পৃথিবী বিখ্যাত কাঠপুতুলের পীঠস্থান নতুন গ্রাম। শতাধিক বছর ধরে এই নতুনগ্রামের অসংখ্য কাষ্ঠ খোদাই শিল্পীর হাতের জাদুতে মুগ্ধ হয়ে চলেছেন দেশ-বিদেশের অসংখ্য শিল্পরসিক। অগ্রদ্বীপের নরম ও সুস্বাদু ছানার জিলিপিতে আলতোভাবে কামড় দিতে দিতে হেঁটে হেঁটে দেখে নিতে পারেন নতুন গ্রামের হরেকরকমের কাঠ পুতুলের সম্ভার। এমনকি, শিল্পীদের হাতেকলমে অসাধারণ কারুকাজও চাক্ষুষ করতে পারবেন। সোজা কথায় এক ঢিলে তিন পাখি মারতে চাইলে ভ্রমণ পিপাসুদের একটিবারের জন্য অগ্রদ্বীপে আসতেই হবে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অগ্রদ্বীপে দীর্ঘদিন ধরে মিষ্টান্ন শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একাধিক পরিবার। প্রতিটি

দোকানে রসগোল্লা, পান্তুয়া, চমচম, সন্দেশ, কালাকাঁদ প্রভৃতির পাশাপাশি ছানার জিলিপিও বিক্রি হয়।এই ছানার জিলিপির টানেই দিনের বিভিন্ন সময়ে মিষ্টান্নপ্রেমীরা দোকানগুলিতে ভিড় জমান। মূলত যথাযথ মাত্রায় উপকরণের ব্যবহার, দক্ষ কারিগরদের পাকের জাদু আর স্বাদ ও সুগন্ধের জন্যই এখানকার ছানার জিলিপির সুনাম এখন জেলার গণ্ডি ছাড়িয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে। অগ্রদ্বীপের প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী গৌর বিশ্বাস বলেন, আমার দোকানে সারাটা বছরই ছানার জিলিপির চাহিদা থাকে। অগ্রদ্বীপে বেড়াতে এসে অনেকেই এই জিলিপি বাড়ির জন্য নিয়ে যান। তাঁদের মুখে মুখেই এখানকার ছানার জিলিপির সুনাম বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে বলে মনে হয়। প্রতি পিস ছানার জিলিপি ৬ টাকা দামে বিক্রি করি। তবে, করোনা পরিস্থিতির কারণে আমাদেরও কারবারে খুবই মন্দা চলছে। পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে এই দামে আর জিলিপি সহ অন্য মিষ্টি বিক্রি করাটাই অত্যন্ত কঠিন। এলাকারই আরও এক প্রতিষ্ঠিত মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী দেবাশিস দত্ত বলেন, আমাদের প্রায় পঁচিশ বছরের পুরনো এই ব্যবসা। শুনেছি বাইরের অনেকেই এখানকার ছানার জিলিপির সুনাম করেন। এলাকার বাসিন্দা অরবিন্দ মণ্ডল বলেন, অগ্রদ্বীপ একটা কার্যত ছোট্ট জনপদ হলেও বিভিন্ন দিক থেকে বেশ জমজমাট এলাকা। এখানে মিষ্টির দোকানগুলিতে এখনও যথাসাধ্য কোয়ালিটি মেইনটেইন করা হয়। ফলে জিনিসটাও যে উৎকৃষ্ট হবে সেটা বলাই যায়। তবে, এখানকার সুস্বাদু ছানার জিলিপির সুনাম খাদ্যরসিকদের মাধ্যমে সুদূর বৃন্দাবন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।

দাবি

নিজস্বপ্রতিনিধি : জলপাইগুড়ির এসইউসিআই লোকাল কমিটি পথে নামল বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে। লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে হলদিবাড়ি শিলিগুড়ি জংশন লোকাল ট্রেন পুনরায় চালু করা হোক, তিস্তা তোর্সার যে তিস্তা অংশ রয়েছে তা হলদিবাড়ি থেকে চালু করতে হবে পুনরায়। দার্জিলিং মেল আগের মত হলদিবাড়ি থেকে চালু করতে হবে, এছাড়া বগির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে , এই সমস্ত দাবি-দাওয়া নিয়ে জলপাইগুড়ি শহরের এসইউসিআই লোকাল কমিটি রাস্তায় নেমে আন্দোলনের ডাক দেয়। রেলকে বেসরকারিকরণ করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তারা। এই কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে হলদিবাড়ি থেকে জলপাইগুড়ি হয়ে শিলিগুড়ি পর্যন্ত লোকাল ট্রেন চালানো হতো, কিন্তু উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে লোকাল ট্রেন পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

টিকাকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার শিলিগুড়ি সেবক রোড স্থিত একটি বেসরকারি মার্কেট কমপ্লেক্সে লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি মিরাক্কেল এর তরফে এবং মেডিকা নর্থ বেঙ্গল ক্লিনিক এর সহযোগিতায় করোনা টিকাকরণ শিবিরের আয়োজন করা হল। এদিনের শিবিরে প্রধান অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ সিপি শর্মা।ফিতে কেটে এই টিকাকরণ শিবিরের উদ্বোধন করেন তিনি।

জানা গিয়েছে, এই শিবিরে করোনার প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হচ্ছে।১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সীরা টিকা নিতে পারবেন। পরবর্তীতেও করোনা টিকাকরণ শিবিরের আয়োজন করা হবে বলে জানান লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি মীরাক্কেলের সভাপতি কৃষ্ণা আরিয়ান।

পাকা করবার দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজগঞ্জের সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম বালাবাড়ির এই কাঁচা রাস্তা দিয়ে বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ যাতায়াত করেন। লালস্কুল বালাবাড়ি থেকে পশ্চিম বালাবারি প্রায় দেড় কিলোমিটার কাঁচা রাস্তায় রয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়, অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র ও উপস্বাস্থ্য

কেন্দ্র। বেহাল রাস্তায় শুখা মরশুমে ধুলোবালি এবং বর্ষাকালে জলকাদায় নাজেহাল হতে হয়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, প্রায় ৭টি গ্রামের মানুষকে যাবতীয় কাজে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হয়।বিশেষ করে বর্ষাকালে জলকাদায় নাজেহাল হতে হয় তাদের। বিষয়টি নেতারা এবং প্রশাসনও জানে। তারপরেও রাস্তাটি পাকা করা হচ্ছে না। দাবি না মানা হলে আন্দোলন চলতে থাকবে বলে বাসিন্দারা জানিয়েছেন।

রঙিন মাছের পসরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা আবহেই রঙিন মাছের চাষ করে লাভের মুখ দেখছেন গজলডোবার মাছ চাষিরা।রাজগঞ্জ ব্লকের গজলডোবা সংলগ্ন মিলনপল্লী গ্রামের কয়েকজন রঙিন মাছের চাষ করেন।গত বছর করোনা আবহে একটু সমস্যা হলেও এইবছর পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হওয়ায় ভালো লাভের আশায় রয়েছেন রঙিন মাছ চাষিরা।

বিষয়ে মিঠুন মালো নামে এক মৎস্যচাষী জানান, দক্ষিণ ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে

গোল্ডফিশ, কই কাপ, শুয়াং কিং, টাইগার শার্ক সহ বিভিন্ন ধরনের রঙিন মাছের চাষ করছি। বাজারে ভালো চাহিদা রয়েছে।শিলিগুড়ি শহরের পাশাপাশি মালবাজার ও জলপাইগুড়িতে এই মাছ বিক্রি হয়।গতবছর করোনার জন্য একটু অসুবিধা হলেও এবছর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় ভালো দামে রয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি প্রায় এক বিঘা জমিতে এই রঙিন মাছ চাষ করেছেন। সেখানে প্রায় ৪০ হাজার টাকার মতো খরচ হচ্ছে। সেই মাছ প্রায় ১ লক্ষ টাকায় বিক্রি হচ্ছে বলে জানান তিনি। তার মতো আরও কয়েকজন এই রঙিন মাছের চাষ করেছেন।

বিধি মেনে ভক্ত সমাগম

নিজস্ব প্রতিনিধি: টিকা দেওয়ার শংসাপত্র বা ডবল ডোজের ভ্যাকসিনের রিপোর্ট দেখাতে না পারলে শ্রাবণ মাসের পূর্ণ তিথিতে মন্দিরে ঢুকতে পারবে না ভক্তরা। ময়নাগুড়ি ব্লক প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, পঞ্চায়েত সমিতি এবং মন্দির কমিটি একত্রিত বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সোমবার ময়নাগুড়ি বিডিও অফিসে এই বৈঠক বসে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ময়নাগুড়ির ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শুভ্র নন্দী, আইসি তমাল দাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিবম রায় বসুনিয়া, সহ-সভাপতি ঝুলন সান্যাল, মন্দির কমিটির সম্পাদক গীরেন্দ্র নাথ দেব।

বিডিও মন্দির কমিটিকে জানিয়েছে মন্দিরের ভেতর অস্থায়ী কোনও দোকান থাকতে পারবে না। সেইসাথে মন্দির সংলগ্ন যে পুকুর সেখানে স্নান বন্ধ থাকবে। মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর ভক্তদের সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে এবং মন্দিরের কোনও স্থানে বসে গল্প করা যাবে না। মাস্ক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে মন্দির এবং মন্দির সংলগ্ন এলাকায়। করোনার টিকা বা ৭২ ঘণ্টা আগে করোনার পরীক্ষার শংসাপত্র দেখার পরে ভক্তরা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে বলে জানা গিয়েছে। এই বিষয়ে মন্দির কমিটি প্রশাসনের এই নির্দেশ ব্যানারে করে বিভিন্ন জায়গায় লাগিয়ে দেবে বলে জানা গিয়েছে।

শিবম রায় বসুনিয়া বলেন, করোনা রুখতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সোমবারের বৈঠকে যেটা ঠিক হয়েছে সেটা পালন করলে সকলের সুবিধা হবে। মন্দিরের গেটের ঢোকার মুখে ভক্তদের সব কাগজপত্র দেখা হবে।

মন্দির কমিটির সম্পাদক জানিয়েছেন, প্রশাসন যে নির্দেশ দিয়েছে আমরা সেভাবে মন্দিরে ভক্তদের প্রবেশ করাবো।

সোমবার বিডিও অফিসের বৈঠক শেষে জল্পেশ মন্দির পরিদর্শনে আসেন প্রশাসনিক কর্তারা সহ জনপ্রতিনিধিরা। তবে সেখানে ঢোকার মুখে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের দেখে ক্ষোভ উগরে দেন ভিডিও। কারণ কারো মুখে নেই মাস্ক। বিডিও তাদের দ্রুত মাস্ক পরার জন্য বলেন। বিডিও বলেন, বিনা মাস্কে যাদের দেখা যাবে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে।

পরীক্ষা নির্বিঘ্নে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি-র জেইই মেইন পরীক্ষা দিতে উত্তরবঙ্গের নানা জেলা থেকে পরীক্ষার্থীরা শিলিগুড়িতে এসে পরীক্ষা দিলেন। মালদা, মাথাভাঙা, কিশনগঞ্জ, বালুরঘাট থেকে এদিন কয়েকশো পরীক্ষার্থী শিলিগুড়িতে পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি আসেন। করোনার জেরে লোকাল ট্রেন বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়তে হয় পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের। অন্যদিকে অনেকে সোমবার রাতেই শিলিগুড়িতে চলে আসেন। কিন্তু রাতে হোটেল না পেয়ে সমস্যায় পড়তে হয়। পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরেও অনেকে ছিলেন। করোনা বিধি মেনে সর্বত্র পরীক্ষার্থীদের ভেতরে ঢোকানো হয়। মাস্ক বাধ্যতামূলক করা সহ পরীক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে দূরত্ববিধি বজায় রাখতেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছিল। এদিন নির্বিঘ্নেই জেইই মেইনসের পরীক্ষা সম্পন্ন হয়।

অপারেশন আনন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মায়ের কোল থেকে শিশু হারিয়ে যাওয়া এবং পাচার চক্রের ফাঁদে পরে ফুটফুটে শৈশব বিধ্বস্ত হয়ে যায় তাদের। কখনও অপহরণ করে টাকার অনুদান দাবি কখনও অপহরণ করে ধর্ষণের শিকার হতে হয় সেই শৈশবকে। নাবালক-নাবালিকা কাউকে ছাড়ে না তারা। এরকম একগুচ্ছ উদাহরণ চাপা পড়ে রয়েছে পুলিশের এফআইআর (FIR) এর খাতাতে। এই পাচার এবং হারিয়ে যাওয়া শিশুদের ঘরে ফেরানোর কাজ শুরু করেছে অপারেশন আনন্দ-৩ কিংবা অপারেশন স্মাইল(SMILE)। ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ আধিকারিকেরা, বৃহস্পতিবার গোপীবল্লভপুর বাজারে গোপীবল্লভপুর থানার এএসআই (ASI) স্বদেশ প্রামানিক এবং এল.এস.আই (LSI) তনুশ্রী বিশ্বাস সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা সচেতনতামূলক বার্তা দেন যেখান তারা এই হারিয়ে যাওয়া শিশুদের নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। হারিয়ে যাওয়া শিশুদের কীভাবে ফিরিয়ে আনা যাবে? কিংবা কী কী করণীয় সেই মুহূর্তে? সমস্ত কিছু তিনি তার বক্তব্য রাখেন সাধারণ মানুষের কাছে। আজকের শিশু কালকের ভবিষ্যত। আপনারা যদি দেখেন কখনও কোনও শিশু হারিয়ে গেছে তাকে দূরে সরিয়ে দেবেন না, সরাসরি আমাদের সঙ্গে শিশু কল্যাণ নম্বরটির মাধ্যমে যোগাযোগ করুন, নম্বরটি হলো ১০৯৮। আমাদের অপারেশন স্মাইল সেই সচেতন মূলক পদক্ষেপ যা হয়তো সেই হারিয়ে যাওয়া শিশুটিকে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে।- নিজের বক্তব্যে এমনই বলেন এল.এস.আই (LSI) তনুশ্রী বিশ্বাস।

অপারেশন স্মাইল অর্থাৎ শিশুটির মুখ থেকে হারিয়ে যাওয়া হাসি ফিরিয়ে আনতে সাহায্য

করবে এই অপারেশন আনন্দ-৩ বা অপারেশন স্মাইল। সেইদিনই গোপীবল্লভপুর বাসস্ট্যান্ড, থানা মোড় এবং হাতি বাড়ি মোড়ে এই সচেতনমূলক বার্তা প্রচার করা হয়। এবং এক্ষেত্রে এ.এস.আই (ASI) স্বদেশ প্রামানিককে তাদের এই অপারেশন স্মাইল বা আনন্দ এর মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু বলতে বলা হলে তিনি বলেন, গোটা জুলাই মাস ধরে আমরা এই অনুষ্ঠানটি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমাদের এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হল যে সকল হারিয়ে যাওয়া শিশুরা আছেন তাদের উদ্ধার করে, তাদের অভিভাবকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া কিংবা আমরা যদি তাদের অভিভাবকদের খোঁজ না পাই সেক্ষেত্রে তাদের সরকারি হোম গুলিতে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া। তাদের যাতে কোনও পাচার চক্রের হাতে না পড়তে হয় এটাই আমাদের লক্ষ্য।

বাংলায় নার্সারি শিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ হরিপদ গায়েন

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ–২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত মুচিশা আজ বিশ্বের মানচিত্রে নার্সারি শিল্প ক্ষেত্র হিসাবে স্থান করে নিয়েছে। ৭৫ নম্বর বাসস্ট্যান্ডে নেমে বাঁদিকে যে রাস্তাটি চলে গেছে দিঘির পাড়ের দিকে– সেই রাস্তার দুপাশে আজ গড়ে উঠেছে নার্সারি। হরেকরকমের ফুল–ফলের গাছ গাছালির জন্য বিখ্যাত এই মুচিশা। মহামায়াপুর গ্রামের গায়েন পরিবারের কর্তা হরিপদ গায়েন ও তার পরিবারই এই নার্সারি শিল্পের প্রসার ঘটিয়েছেন বাংলায়। হরিপদবাবুর বয়স এখন ৭৬ বছর। তিনি জানালেন তাঁর ঠাকুরদা অবিনাশ চন্দ্র গায়েন প্রথম মুচিশাতে নানা ধরনের ফলের চারা তৈরি করতেন। পরবর্তী সময়ে হরিপদবাবুর পিতা খগেন্দ্রনাথ গায়েনও নার্সারি শিল্পে মনোনিবেশ করেন। বাবার সঙ্গে হরিপদ বাবুও গাছের চারা তৈরি করতেন। মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পেরে, পুরোপুরি নার্সারির কাজে লেগে পড়েন। সেসময় মুচিশা অঞ্চলে নার্সারি শিল্প ছিল না। গায়েন পরিবার গ্রাম থেকে গাছ নিয়ে কলকাতার শ্যামবাজারে তৎকালীন গ্লোব নার্সারিতে বিক্রি করতেন। এক সময় গায়েন পরিবার ঝোড়ায় করে গোলাপের চারা কলকাতায় বিক্রি করত। সে সময় তাঁদের পারিবারিক আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। নার্সারিকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং বাইরের ভিন্ন ভিন্ন উন্নত প্রজাতির ফুল ফল ও নানা গাছ গাছালির প্রতি হরিপদ বাবুর ভীষণ কৌতুহল ছিল। তাই তিনি পরবর্তী সময়ে আগ্রা, দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর, গুজরাটে ছুটে যান। নতুন নতুন প্রজাতির বকমভেলিয়া

অর্থাৎ কাগুজে ফুল এনে তাক লাগিয়ে দেন। হরিপদ গায়েন অ্যান্ড কোম্পানি নামে প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলেন। সারা ভারতে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। এরপর তিনি থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া চিন দেশেও যান। বিদেশি গাছ গাছালি, ক্যাকটাস এবং নানা প্রজাতির বাঁশ গাছের চারা আমদানি করেন। হরিপদ বাবুর তিন ছেলের মধ্যে একজন ল্যান্ডস্কেপিং এবং দুজন নার্সারি শিল্পের সঙ্গে জড়িত। এক প্রকার জিরো থেকে হিরো হয়েছেন তিনি। সম্প্রতি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম জীবনে কোনো স্বপ্ন অধরা থেকে গেল কি? উত্তরে বলেন– যা হয়েছে ঢের হয়েছে। সবই ভগবানের খেলা। তবে তিনি বলেন মুচিশার নার্সারি শিল্পে উন্নয়নের জন্য আরও সরকারি উদ্যোগ দরকার। প্রশিক্ষণ ও বিপণন কেন্দ্র দরকার। প্রতিদিনই ভিন রাজ্য দিয়ে ট্রাক আসছে রাস্তাঘাট আরও উন্নত মানের হওয়া দরকার। সাউথ ২৪ পরগনা ওয়েস্ট বেঙ্গল হর্টিকালচারাল সোসাইটির সম্পাদক চিন্ময় সাউ বলেন, গায়েন পরিবার এবং অবশ্যই হরিপদবাবু বাংলার নার্সারি শিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ।

আমার বাবা অনাদি সাউ ওনাদের বাগানে এক সময় কাজ করতেন। এখন মুচিশাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় ঘরে ঘরে নার্সারি গড়ে উঠেছে, তবে তাদের সমসাময়িক দু একজন থাকলেও গায়েন পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সচেতনতা অভিযানে পুলিশ

সুভাষ চন্দ্র দাশ : মাস্কহীন বেয়াদপদের শায়েস্তা করতে সোমবার সকাল থেকে রাজপথে অভিযানে নামলো ক্যানিং থানার পুলিশ। এদিন রাজপথে টোটো, অটো, বাস, ইঞ্জিনভ্যান সহ বিভিন্ন যানবাহনে যাতায়াতকারী সাধারণ মানুষজনদের সচেতন করল ক্যানিং থানার পুলিশ। এছাড়াও মাস্কহীন মানুষের হাতে তুলে দিলেন মাস্ক। পাশাপাশি বেশকিছু মাস্কহীন বেয়াদপ গাড়িচালক ও সাধারণ মানুষ কে আটক করলো ক্যানিং থানার পুলিশ।

উল্লেখ্য করোনা আর লকডাউন জর্জরিত সমগ্র রাজ্য তথা দেশ ও গোটা বিশ্ব। করোনার তান্ডব বেড়েই চলেছে প্রতিনিয়ত। তাছাড়াও করোনার প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউ শেষ হয়ে তৃতীয় ঢেউ আসতে চলেছে মহামারী আকারে। যার ফলে সমস্ত নাগরিক যাতে করে সচেতনতা অবলম্বন করে চলাচল করে, তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি দিয়েছে রাজ্যের তৃণমূল শাসিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। রাজ্যের সাধারণ নাগরিক যাতে সবসময় সুরক্ষিত থাকে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নিয়েছে রাজ্য সরকার। তৃতীয় ঢেউয়ের আগেই রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে নাইট কার্ফু

জারি করেছে। রাত ৯ টা থেকে ভোর ৫ টা পর্যন্ত বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষজন যাতে করে বাড়ির বাইরে বের হলে বাধ্যতামূলক ভাবে মাস্ক ব্যবহার করেন তার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে চলছে সচেতনতা। এত সবের মধ্যেও বেশকিছু মানুষ মাস্কহীন ভাবে যত্রতত্র ঘোরাফেরা করছে। সেই সমস্ত বেয়াদপদের শায়েস্তা করতে সোমবার সকালে থেকে দুপুর অবধি ক্যানিং শহরের রাজপথে সচেতনতার অভিযানে নামলো ক্যানিং থানার পুলিশ। এদিন থানার আইসি আতিবুর রহমানের নেতৃত্ব ক্যানিং থানার পুলিশ অফিসার লিটন হালদার, জয়ন্ত পোদ্দার সহ প্রায় জনা কুড়ি পুলিশ এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। এদিন বাস, অটো থেকে মাস্কহীন যাত্রীদের নামিয়ে তাদের সচেতন করে তাদের হাতে মাস্ক তুলে দেন ক্যানিং থানার পুলিশ। আবার কোথাও রুদ্রমূর্তি ধারণ করে লাঠি উঁচিয়ে মাস্কহীন বেয়াদপদের শায়েস্তা করতে মৃদু লাঠিচার্জও করেন। কোথাওবা কান ধরে ওঠবোস করায় মাস্কহীন সাধারণ মানুষদেরকে।

সোমবার সকাল থেকে ক্যানিং শহরে এমন পুলিশি সচেতনতার অভিযানের কথা লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে। মাস্কহীন সাধারণ মানুষজন ভয়ে পালিয়ে যায়।

ক্যানিং থানার পুলিশের এমন সচেতনতার কর্তব্য পরায়ণ সম্পর্কে বিশিষ্টজনেরা প্রশংসা জানিয়েছেন। তবে তাঁরা এও দাবি করেছেন সাময়িক ভাবে এমন সচেতনতার প্রচার করে কোনও লাভ নেই। ধারাবাহিক ভাবে এমন লাঠিচার্জ ও ধরপাকড় শুরু করলে তবেই বন্ধ হবে বেয়াদপ মাস্কহীন মানুষের আনাগোনা। পাশাপাশি বাড়বে সচেতনতা।

রূপশ্রী জালিয়াতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিয়ে হওয়ার কয়েকবছর পর কিংবা সন্তানের মা হবার পরেও ভুয়ো বিয়ের কার্ড ছাপিয়ে রূপশ্রী প্রকল্পে টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠলো নলহাটি–২ নং ব্লকের নোয়াপাড়া ও তিলোড়া গ্রামের আট মহিলার বিরুদ্ধে। আট মহিলা– আশা মাল, মোমেনা খাতুন, রুবিনা খাতুন, সমাপ্তি দাস, গৌরী মাল, হাসনেয়ারা খাতুন, মুর্শেদা খাতুন, লুসিনা খাতুন। নলহাটি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন নলহাটি–২ নং ব্লকের বিডিও হুমায়ুন চৌধুরী। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন।

অপমানে আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভিন্নজাতের ছেলের সঙ্গে প্রেম। পরে জানতে পারে প্রেমিক বিবাহিত অপমানে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলো সুবলপুরের গণধর্ষিতা সোমবার দুপুরে। পুলিশ প্রেমিক রঞ্জন সূত্রধরকে গ্রেপ্তার করেছে। অন্যজাতের ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার অপরাধে মোড়লের নিদানে আদিবাসী তরুণীকে গণধর্ষণ করা হয় সুবলপুরে ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে।

ঘরছাড়া নবদম্পতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : নলহাটি থানার শ্রীপুর গ্রামের সুজন মাল রিজিয়া খাতুনকে বিয়ে করে ২৫ জুন। রিজিয়ার পরিবার সুজনের ঘরে হামলা চালায়। আতঙ্কে ঘরছাড়া সুজনের পরিবার। প্রশাসনকে জানিয়েও মেলে নি সুরাহা। আপেক্ষ নবদম্পতির।

তৃণমূলের শহিদ তর্পন, বিজেপির শহিদ শ্রদ্ধাঞ্জলী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২১ জুলাই সারা রাজ্যের সঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শহিদ তর্পণ করা হল। ১৯৯৩ সালে ধর্মতলায় ১৩ জন শহিদের স্মৃতিতে তৃণমূল কংগ্রেস কলকাতায় শহিদ দিবস পালন করে। মূল বিষয় ছিল ২০২৪এর মিশন অর্থাৎ মোদীকে হটিয়ে কেন্দ্রে বিকল্প সরকার গড়া। তার জন্য তিনি সব বিরোধী দলকেই ঐক্যবদ্ধ হবার ডাক দিয়েছেন। অন্য দিকে রাজ্য বিজেপি এদিন জেলা জুড়ে ভোটের আগে এবং ভোট পরবর্তী হিংসায়

কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে গত বছর থেকে এই অনুষ্ঠান ভার্চুয়াল হচ্ছে। এবছরও জেলায় সাগর থেকে বেহালা, সুন্দরবন থেকে বজবজ– সাতগাছিয়া সমস্ত অঞ্চলে তৃণমূলের নেতা–কর্মীরা শহিদ তর্পণ অনুষ্ঠান করেন। দুপুর ২টোয় তৃণমূল সুপ্রিমো ভার্চুয়ালী ২১ জুলাইয়ের বিশেষ বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তব্যের নিহত কর্মীদের শহিদের স্বীকৃতি দিয়ে শহিদ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবসের ডাক দেন। ডায়মন্ড হারবার, সুন্দরবন, বারুইপুরে শহিদ শ্রদ্ধাঞ্জলি স্মরণ অনুষ্ঠান হয়। দিল্লিতে রাজঘাটের কাছে ধর্নায় বসেন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। রাজ্য বিজেপির পক্ষ থেকে বলা হয় আক্রান্ত পরিবারের পাশে বিজেপি ছিল থাকবে।

আত্মা প্রকল্পে দেশি শিল্ড মাগুর চাষের প্রদর্শনী ক্ষেত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২০ জুলাই বজবজ–২ নম্বর ব্লকের মৎস দফতরের পক্ষ থেকে ১৫ জন উপভোক্তাকে দেশি শিল্ড মাগুর মাছের চারা ও নাইলনের খাঁচা বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিডিও নবকুমার দাস, সভাপতি রীতা মিত্র, সহ সভাপতি বুচান ব্যানার্জী, মৎস সম্প্রসারণ আধিকারিক অনাময়

সমাদ্দার, কর্মাধ্যক্ষ রুণা দাস সাঁতরা, সমিতির সদস্যা তনুশ্রী মণ্ডল, শম্পা মাইতি ও তমোসা গায়েন। বিডিও নবকুমার দাস বলেন, গ্রামীণ এলাকায় বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্যও এই জিওল মাছের বাচ্চা প্রদান করা হল। সহ–সভাপতি বুচান ব্যানার্জী বলেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী নানা পরিষেবা দিচ্ছেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে তিনি উপভোক্তাদের ভালো করে মৎস্য চাষ করার জন্য আবেদন করেন। ভবিষ্যতে মৎস্য দফতর থেকে আরও পরিষেবা দেওয়া হবে।

ফী কমানোর দাবিতে পথ অবরোধ

উজ্জ্বল বন্দোপাধ্যায় : বৃহস্পতিবার জয়নগর থানার ঢোষা চন্দনেশ্বর হাইস্কুলে অতিরিক্ত ভর্তির ফী বৃদ্ধির প্রতিবাদে এস এফ আই আন্দোলনে নামলো। এছাড়াও অভিযোগ ওঠে স্কুলের ভর্তির ফর্ম স্কুলের সামনে বিক্ষোভ এবং পথ অবরোধকরে। ছাত্র ছাত্রীরা জানায়, স্কুলে চরম অব্যবস্থার শিকার হচ্ছেন তাঁরা। স্কুলে কোন স্টাফ নেই, নেই কোন শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির ফর্ম জমা নিচ্ছেন স্কুলের রাঁধুনি।

শিক্ষকরা জমা নিচ্ছেন না। ওই স্কুলের পাশে মুদিখানার দোকানেই ফর্ম জমা দিতে হচ্ছে। তাই এদিন এস এফ আই এর জয়নগর–১ লোকাল কমিটির উদ্যোগে ঢোষা নবীন চাঁদ হাইস্কুলে অস্বাভাবিক ভর্তি ফী বৃদ্ধি, স্কুলে স্বাভাবিক পঠন পাঠন শুরু করার দাবিতে রাঁধুনির অবর্তমানে কখনও কখনও স্কুলের পাশে মুদিখানা দোকানে ও হয় ফর্ম জমা। ভর্তি ফী না কমানো পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে বলে আন্দোলনরত ছাত্র ছাত্রীরা জানান। ঘটনার খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ গিয়ে বিক্ষোভ কারীদের সাথে কথা বলে অবরোধ তোলেন।

আত্মহত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রেমিক বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলো প্রেমিকা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় কুলতলি ব্লক হাসপাতালে ভর্তি প্রেমিকা। ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলি থানা এলাকার পূর্ব গাবতলা গ্রামে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, দু'বছর আগে ১৯ বছরের কৌশল্যা নস্করের সাথে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয় প্রতিবেশী যুবক বিভাস নস্করের। সম্প্রতি বিয়ের ব্যাপারে বিকাশকে জানায় সে। তাদের সম্পর্ক অস্বীকার করে বিকাশের পরিবার। এই ঘটনায় প্রচন্ড ভেঙে পরে মেয়েটি। নিজের গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয় কৌশল্যা। তদন্ত শুরু করেছে কুলতলি থানার পুলিশ।

মৃৎশিল্প মূর্চ্ছা যাচ্ছে

অরিজিত মন্ডল : দেবী তোমার আগমনের ..প্রস্তুতি তাই,মহেশতোমায় দিলেন বিদায় ..মহিষাসুরের নিধন করে ,চলেই এসো পিত্রালয়...

মা আসবেন ঘরে, আর তাই ব্যস্ততা দেখা যেত প্রত্যেকটি কুমোর পাড়া তে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা রায়দিঘি নন্দকুমারপুর অঞ্চলে নারায়ন পুর গ্রামে প্রায় কয়েক শ মানুষের রুটি–রোজগার চলতো ঠাকুর তৈরিকে কেন্দ্র করে। বড় মূর্তির পাশাপাশি

চাহিদা ছিল ছাঁচের তৈরি ছোট ছোট মূর্তি গুলির। দূরদূরান্তের বহু জায়গাতেই পাড়ি দিত এই ছাঁচের তৈরি সুন্দর সুন্দর ছোট্ট ঠাকুরের মূর্তি গুলি, কিন্তু ভয়াবহ মহামারী কেড়ে নিয়েছে তাদের রুজি রোজগার, বেড়েছে প্রত্যেকটি জিনিসের দাম। কমেছে চাহিদা। বাংলার শিল্পকলায় এক সময় নাম ছিল এই ছাঁচের তৈরি ছোট ছোট মূর্তিগুলি ও কিন্তু একটু একটু করে হারিয়ে যেতে বসেছে এই কুটির শিল্প। অত্যাধিক রং এর দাম পাশাপাশি একাধিক সরঞ্জাম কিনতে মাথায় হাত পড়েছে এইসব পটোদারদের। আগের থেকে বিক্রি অনেক কমেছে তার ওপর সঠিক দাম ও মিলছে না এইসব ঠাকুরের। যাদের হাতের তুলির টানে একসময় প্রাণ পেত শত শত মূর্তি। এখন বন্ধ হতে বসেছে এসেই কুটির শিল্প কলা।

মুখ লুকোচ্ছে আবহাওয়া দফতর

ভেসে যেতে পারে জনজীবন। শ্রাবণের বর্ষা যে ক্রমশঃ পথ হারাচ্ছে এবার তা আর লুকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে নিজের ভুল কবুল করতে শুরু করেছে ভারতের আবহাওয়া দফতর। সম্প্রতি তারা স্বীকার করেছে এ বছরের বর্ষা নিয়ে এযাবৎ দেওয়া সম্ভাবনা সবই ছিল সাংখ্যিক প্রকৃত আবহাওয়ার সঙ্গে যার কোনও মিল নেই। এবছরের শুরুতেই দিল্লির মৌসম ভবন জানিয়েছিল এবার দেশে স্বাভাবিক বর্ষা হবে। চাষাবাদ নিয়ে কোনও সংশয় নেই। জুন মাসে যখন বলা হল বর্ষা এবার আগেই ঢুকবে কেরলে। বঙ্গেও তার আগমন আসন্ন। জুন গেল, জুলাই এল। বর্ষার বৃষ্টি কিন্তু সেভাবে পেল না বাংলা। কোনও কোনও সময় অতিবৃষ্টিতে ভেসে গেল মাঠঘাট নদী নালা। চারিদিকে বন্যার ভ্রুকুটির মাঝে মাঠে মিলল না উপযুক্ত জল। গত কয়েক বছর ধরে এই বর্ষাকেই স্বাভাবিক বর্ষা বলে চালিয়ে গিয়েছে আবহাওয়া দফতর। বছর শেষে বৃষ্টির মোট হিসাব দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে স্বাভাবিক বর্ষার হিসাব।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে আবহাওয়া দফতরের এই লুকোচুরি কেন? এর সোজা উত্তর আলিপুর বার্তার পাতায় দিয়ে গিয়েছেন অধ্যাপক কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়। ভারত সরকারের ৭৫ বছরে এক বড় পাপ হল সুজলা সুফলা মরুভূমির পরিকল্পনা। খাল কেটে সেখানে চাষের মাধ্যমে মরুর বিস্তৃতি কমাতে গিয়ে দফারফা হয়েছে মৌসুমীর। নিম্নচাপের যে মরুটানে মৌসুমী ছুটে আসত নিয়মমাফিক এবং বর্ষণে সিক্ত করত সারা দেশ সেই টান আজ উধাও। মৌসুমী বায়ু আর মরুর দিকে ছুটে আসতে আকর্ষণ অনুভব করে না। বরং সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা নিম্নচাপের দাবি পূরণ করতে গিয়ে দিশাহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায় এখানে ওখানে। ভৌগোলিক ও বিশেষজ্ঞরা বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও ভারত সরকার এ পাপ থেকে বিরত থাকতে পারে নি। এখন এই পাপ ঢাকার দায়িত্ব পড়েছে সরকারি আবহাওয়াবিদদের উপর। মৌসুমীর স্বাভাবিক ছন্দ না থাক আছে বর্ষার সংখ্যাতত্ত্ব, সেই দিয়েই সরকারের সাফল্য গায় মাস মাহিনার আবহাওয়াবিদরা। এবার আর উপায়ন্তর না দেখে ভুল স্বীকার করলেও বড় দেরি হয়ে গেছে। মৌসুমী আর আমাদের ক্ষমা করবে না। বিপর্যয়ই আমাদের ভবিতব্য।

মূল্যায়ন অসন্তোষজনক

প্রথম পাতার পর

বি+' গ্রেড অর্থা ৬০ – ৬৯ শতাংশ নম্বর ২০২০ – তে পেয়েছিল ১,১০,২৬৫ জন। এবার এটা কিছুটা বেড়ে হয়েছে ১,৬৫,১৮৬ জন। এবার বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার ৯৯.২৮ শতাংশ, বাণিজ্য বিভাগে পাসের হার ৯৯.০৮ শতাংশ এবং কলা বিভাগে পাসের হার ৯৭.৩৯ শতাংশ। বিভাগভিত্তিক পাসের হার গতবারের তুলনায় অনেকটা বেড়েছে। এবার কোনও অসম্পূর্ণ রেজাল্ট নেই। সরসুনার বাসিন্দা শিক্ষাবিদ অনুপম রায়ের বক্তব্য, উচ্চমাধ্যমিকে এবার গ। সাফল্য নিঃসন্দেহে বেড়েছে, কিন্তু সামগ্রিক মূল্যায়ন ভালো হয়নি। আসলে একাদশের ফলাফল দিয়ে দ্বাদশের ফলাফল তৈরি করা যায় না, তবুও কোভিড নাইন্টিনের জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে একরকম বাধ্য করা হয়েছে। সংসদ সভানেত্রী ড. মহুয়া দাস জানিয়েছেন, বেশ কিছু স্কুলের পাঠানো একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল শেষ মুহূর্তে তাঁরা কিরে সংসদ জমা করে। যাতে অনেক অসঙ্গতি ও ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা পড়েছে। অনেক স্কুল ছাত্রছাত্রীদের একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর এতটাই এুটিপূর্ণভাবে পাঠিয়েছেন যে তা মাত্রাতিরিক্ত হয়ে গেছে। প্রায় এক হাজার ছাত্রছাত্রীর একাদশের নম্বর দেখে সংসদের মনে নানান প্রশ্ন তৈরি হয়। তখন তাদের মার্কস রেজিস্ট্রার দেখে তা সংশোধন করা হয়েছে। আসলে সংসদের তৈরি করে দেওয়া প্রশ্নপত্রে একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা হয়। আর ভালো স্কুল গুলো পরবর্তী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার কথা ভেবে একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় চেপে নম্বর দেয়। সংসদ মনে করছে, সেই কারণেই এবার কলকাতা বা জেলার অনেক ভালো স্কুলের উচ্চমাধ্যমিকের মূল্যায়ন ভালো হয়নি। কলকাতা জেলার অনেক স্বনামধন্য স্কুলের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ভালো হয়নি।

ছদ্ম বিরোধিতা না প্রকৃত লড়াই

প্রথম পাতার পর

সেটি হল ভিতরে ভিতরে কেন্দ্র–রাজ্য কোনও সেটিংয়ের খেলা খেলবে না তো? এই প্রসঙ্গে এবার বিজেপির এতো রইচই কাণ্ড করেও রাজ্যে একটা গণ্ডিতে আটকে যাওয়ার প্রসঙ্গও উঠছে।

দুষ্ট লোকেরা এখানেও যে কীসব গন্ধ টন্ধ পেয়েছে। যার প্রতিপাদ্যই হল যার মুলুক তারই থাক। সুলুকসন্ধান চলতে থাক। সেদিক থেকে দেখলে নারদ মামলার পাততাড়ি অনেক আগেই হয়তো গুটিয়ে ফেলা যেত। বিধানসভা ভোটের অনেক আগেই এই পদক্ষেপ করা যেত।

তাহলে কী টাইমিংয়ে কোনও সমস্যা আছে? এই যে তৃণমূল এতটা জোর দেখাচ্ছে তার পিছনে আদতে কী বিজেপি বিরোধিতাই মূল কারণ? নাকি মুখে বিরোধিতার জিগির তুললেও আদতে বিজেপিকে দিল্লিতে সুবিধা করে দিতে তৃণমূল ফের ছদ্ম লড়াই শুরু করল? ২০১৯–এর লোকসভা ভোটের আগেও এমন অভিযোগ কিন্তু উঠেছিল ঘাসফুল ও অন্য দুএকটি আঞ্চলিক দলের বিরুদ্ধে। এরা যতটা তর্জন গর্জন করেন আদতে তা বিজেপিকে হঠানোর চেয়েও বেশি কংগ্রেসকে প্রধান বিরোধী অক্ষে আসতে না দিতে। এবারেও কী তেমন কিছু হবে? না তৃণমূল সত্যিকারের বিরোধী দলের মতো বিজেপির বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠবে।

Government of West Bengal
Tender Notice

Sealed tenders in duplicate are invited from resourceful private security agencies for providing night guard for the I&CA Department Office at Canning Sub-Division, South 24 Parganas vide memo no.- 189/SDICO/CNG, dated: 20.07.2021. Last date of bid submission: 04.08.2021 up to 12pm. For details, contact Office of SDICO,Canning during working hours (Phone No. 03218-257512).

Sd/-
SDICO ,Canning
South 24 Parganas
3941/DICO/S 24 Pgs, Dt- 22.07.2021

Government of West Bengal
Tender Notice

Sealed tenders in duplicate are invited from resourceful private security agencies for providing night guard for the I&CA Department Office at Kakdwip Sub-Division, South 24 Parganas vide memo no.- 09/SPLDICO/KAK, dated: 20.07.2021. Last date of bid submission: 04.08.2021 up to 12pm. For details, contact Office of Spl DICO, Kakdwip during working hours (Phone No. 03210-255-141).

Sd/-
Spl DICO (in-charge)
Kakdwip, South 24 Parganas
3944/DICO/S 24 Pgs, Dt- 22.07.2021

Government of West Bengal
Tender Notice

Sealed tenders in duplicate are invited from resourceful private security agencies for providing night guard for the I&CA Department Office at Kakdwip Sub-Division, South 24 Parganas vide memo no.-34/SDICO/KAK, dated: 20.07.2021. Last date of bid submission: 04.08.2021 up to 12pm. For details, contact Office of SDICO, Kakdwip during working hours (Phone No. 03210-255-673).

Sd/-
SDICO,Kakdwip
South 24 Parganas
3946/DICO/S 24 Pgs, Dt- 22.07.2021

লেন্স বার্তা

মা তৈরি হচ্ছেন, আপনিও ভ্যাকসিন নিয়ে তৈরি তো! কুমোর ঘরে একটু একটু করে রূপদান মায়ের। ছবি : অভিজিৎ কর

অতনু দাস, প্রণতি নায়েক ও সুতীর্থা মুখার্জী, বাংলার এই তিন গর্ব টোকিও অলিম্পিক্সে গিয়েছেন ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করতে। এই তিনজনের গর্বিত পিতা-মাতাকে সম্বর্ধনা জানাল তৃণমূল কংগ্রেসের ক্রীড়া শাখা। উপস্থিত ছিলেন শাখা সম্পাদক স্বপন ব্যানার্জী (বাবুন)।

এলগিন রোডে অলংকারের সম্ভার নিয়ে খুলল 'নরনামেন্টস'। বিভিন্ন অলংকারের সাথে চোখ কেড়েছে পুরনো ১০ পয়সা, ২০ পয়সা, ২৫ পয়সা, ৫ পয়সা দিয়ে তৈরি কিছু অলংকার। এছাড়াও রয়েছে আরও বিভিন্ন জিনিসের সম্ভার। ছবি : উৎপল রায়

মাধ্যমিকে পাশের হার ১৩.৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২১ – এর মাধ্যমিকে বিকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতিতে পাশের হার ১৩.৬৬ শতাংশ বাড়ল। যা মাধ্যমিক ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রেকর্ড। ২০ জুলাই প্রকাশিত হল এবারের মাধ্যমিকের ফলাফল। পাশের হার ১০০ শতাংশ। গতবার পাশের হার ছিল ৮৬.৩৪ শতাংশ। শুধু এটুকু নয় সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বরেও সর্বকালের রেকর্ড। এবারের সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৭। মোট ৭৯ জন ছাত্রছাত্রী এই নম্বরটি অর্জন করেছে। গতবারের সর্বোচ্চ নম্বর ছিল ৬৯৪। যেটি পেয়েছিল একজনই পূর্ব বর্ধমান জেলার অরিত্র পাল। এবারের তালিকাভুক্ত পরীক্ষার্থী ছিল ১০,৭৯,৭৪৯ জন। এর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ৪,৬৫,৮৫০ জন এবং ছাত্রীর সংখ্যা ৬,১৩,৮৪৯ জন। সুতরাং ছাত্রীর সংখ্যা এবার বাড়ল ১,৪৭,৯৯৯ জন। গতবার বেড়েছিল ১,৩৬,২৮৬ জন। কন্যাশ্রী-সহ মেয়েদের বিভিন্ন প্রকল্পের কারণে ছাত্রীদের সংখ্যা প্রতি বছর এতো বড়ো সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মনে করছেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়। কোভিড নাইন্টিন অতিমারীর কারণে বাধ্য হয়েই এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষা – ২০২১ বাতিল করতে হয়। সেজন্যই ছাত্রছাত্রীদের অতীতের প্রাপ্ত নম্বরের ওপর যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করে এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার মূল্যায়ন করা হয়েছে। তবে এবারের মাধ্যমিকের মূল্যায়নে কোনও ছাত্রছাত্রীর নম্বরের বিষয়ে কোনও রকম বঞ্চনা করা হয়নি। এবারের মাধ্যমিকে কলকাতা জেলা থেকে মোট তালিকাভুক্ত পরীক্ষার্থী ২৫,৯২৭ জন। ছাত্রীর সংখ্যা ১,৭৮৩ জন বেশি। সবচেয়ে বেশি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা থেকে ৯৮,২০৬ জন, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা থেকে ছিল ৮৯,৮৪৩ জন। এবার সবচেয়ে বেশি এএ' (৯০ – ১০০) গ্রেড পেয়েছে ভূগোল বিষয়ে। মোট ৮৩,২৮৯ জন ছাত্রছাত্রী। সবচেয়ে কম এএ' গ্রেড পেয়েছে অঙ্ক বিষয়ে।

মোট ৪৮,২২৭ জন ছাত্রছাত্রী। বাংলার এএ' পেয়েছে ৭৮,৩৭৬ জন। ইংরেজিতে এএ' ৬৬,৯০৩ জন, ভৌতবিজ্ঞানে ৫০,৮৫৪ জন, জীবনবিজ্ঞানে ৭৭,১২০ এবং ইতিহাসে এএ' পেয়েছে ৭৪,৮৬০ জন। এএ' গ্রেড অর্থাৎ অসাধারণ ফলাফল।

শুধু ব্যতিক্রমীই নয়, পুরোপুরি নজিরবিহীন। ৯,৭২,৪৭৭ জন পড়ুয়া ন্যূনতম ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। বাকি ১,০৭,২৭২ জন ছাত্রছাত্রী ভালো, সন্তোষজনক ও প্রান্তিক ফলাফল করেছে। কোনও অনুত্তীর্ণ নেই। এএ' গ্রেড পেয়েছে ৪২,৮৫৫ জন। মাধ্যমিকের সর্বকালের ইতিহাসে এ নজির নেই। এ+ (৮০ – ৮৯) গ্রেড অর্থা চমকার ফলাফল করেছে ১,১৯,০৬৬ জন এবং এ (৬০ – ৭৯) গ্রেড অর্থা খুব ভালো ফলাফল করেছে ৮,১০,৫৫৬ জন। নবম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল থেকে ৫০ শতাংশের সঙ্গে দশমের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় (১০ নম্বর) পাওয়া নম্বরের পাঁচগুণ যোগ করে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের এবার মোট নম্বর দেওয়া হয়েছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এর নাম দিয়েছে ইন্টারনাল ফরম্যাটিং ইভ্যালুয়েশন। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি এদিন মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করার শুরুতেই বলেন, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা আমার কাছে সবসময়েই বিশেষ গর্বের এবং সম্মানের।

চিকিৎসা অভিযোগের দিশা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক-নার্সদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে চান। তাহলে স্পিড পোস্টে চিঠি লিখতে হবে এই ঠিকানায় – প্রেসিডেন্ট / রেজিস্টার, ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিল, আইবি – ১৯৬, সেক্টর – থ্রি, সল্টলেক, কলকাতা – ১০৬। কিংবা সরাসরি অফিসে ফোন নম্বর অভিযোগ করতে পারেন এই নম্বরে ২৩৩৫ – ৩০৭৮ / ৫৫৭৫ / ৫৬৬৩। ওয়েবসাইট : www.wbmc.in এছাড়াও রেজিস্টার, ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল, পূর্ত ভবন, রুম নম্বর – ৩০২, থার্ড ফ্লোর, ডিএফ ব্লক, সেক্টর – ওয়ান, সল্টলেক সিটি, কলকাতা – ৯১, ফোন : ২৩২১ – ২০৫৯, ওয়েস্টসাইট : www.wbnc.in।

রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবায় ন্যূনতম গাফিলতির অভিযোগ থাকলে স্পিড পোস্টে চিঠি লিখে অভিযোগ জানানো যায়, এই ঠিকানায়, কার্যনির্বাহী চেয়ারম্যান, রাজ্য মানবাধিকার কমিশন, ভবানী ভবন, আলিপুর, কলকাতা – ২৭ বা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, মানব অধিকার ভবন, ব্লক – সি, জিপিও কমপ্লেক্স, আইএনএ, নয়াদিল্লি – ২৩, ইমেল : covdnhrc@nic.in

যে কোনও চিকিৎসা সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য স্পিড পোস্টে চিঠি লিখতে হবে, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কনজিউমার ডিসপিউটস রিড্রেসাল কমিশন, ভবানী ভবন (গ্রাউন্ড ফ্লোর), ৩১, বেলভেডিয়ার রোড, আলিপুর পুলিশ লাইন, আলিপুর, কলকাতা – ২৭, ফোন : ২৪৭৯ – ৯৮৭১. ওয়েবসাইট : www.wbconsumers.gov.in এবং ন্যাশনাল কনজিউমার ডিসপিউটস রিড্রেসাল কমিশন, উপভোক্তা ন্যায়ভবন, এফ' ব্লক, জিপিও কমপ্লেক্স, আইএনএ, নয়াদিল্লি – ১১০০২৩. ফোন : (০১১) ২৪৬০ ৮৮০২, ওয়েবসাইট : www.ncdrc.nic.in।

উত্তমকুমার স্মরণ

শ্রেয়সী ঘোষ : ১৯৮০ সালের ২৪ জুলাই উত্তমকুমার মারা যান। তাই জুলাই মাস বাঙালির কাছে এক বেদনার মাসও বটে। সেই উত্তমকুমারকে স্মরণ করল অসমের করিমগঞ্জের সাহিত্য ও সংস্কৃতির মঞ্চ 'উত্তরসূরি' তাদের 'বাংলা চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগ' শীর্ষক মাসিক অনুষ্ঠানের পঞ্চম পর্বে। আলোচক ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের প্রখ্যাত অভিনেতা ও বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। আলোচক এক ঘন্টার এই অনুষ্ঠানে তুলে ধরলেন উত্তমকুমারের নানা দিক। ব্যর্থতা থেকে সাফল্যে ওঠার কাহিনী দিয়ে শুরু, পরে একে একে আলোচিত হল প্রযোজক উত্তমকুমার, পরিচালক উত্তমকুমার ও সুরকার উত্তমকুমারের কথা। বম্বের হিন্দি ফিল্মে তাঁর অভিনয়, সত্যজিৎ রায় পরিচালিত দুটি ছবিতে তাঁর অভিনয়, স্টার থিয়েটারে 'শ্যামলী'

নাটকে জীবনে একবারের জন্য অভিনয়– এসব প্রসঙ্গ ধাপে ধাপে উঠে এলো। এই আলোচনার ভিতর দিয়ে। রোমান্টিক জুটি হিসাবে সুচিত্রা উত্তমের জনপ্রিয়তার কথা ছিল এই আলোচনায়। 'শিল্পী সংসদ' প্রতিষ্ঠার কথা যেমন উঠে এসেছে এই আলোচনায়, ঠিক তেমনই উঠে এসেছে এই আলোচনায়, ঠিক তেমনই উঠে এসেছে তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'আমার আমি'র কথাও। বাল্যকালে একাধিক ছবিতে উত্তমকুমারের সঙ্গে অভিনয়ের কথা তুলে ধরলেন ড. শঙ্কর ঘোষ এই আলোচনায়। কথার ফাঁকে ফাঁকে আলোচক শোনালেন গান, উত্তমকুমার অভিনীত ছবি থেকে। গানে ও কথায় অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠেছিল আকর্ষণীয়। সঞ্চালনার দায়িত্ব সুন্দর ভাবে সামলেছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী রাজাশ্রী মুখোপাধ্যায়।

ধাপে ধাপে এগোতে হবে সাবধানে, না হলে বিপদ

গোপা মুখোপাধ্যায় : অর্ণব আর সুতপার কথা কাটাকাটিতে রিক প্রথমে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেলেও তারপর নিজের মনে গান গাইতে গাইতে খেলে বেড়াচ্ছিল। সুতপাকে অর্ণব এটাই বোঝাতে চাইছিল 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' বলে তো আর সে বাচ্চাকে টয়লেট করাতে পারবে না। সে দায়িত্ব সুতপারই। সুতপা মানতে নারাজ, ওর বক্তব্য যতদিন না রিকের টয়লেট ট্রেনিং হচ্ছে, রিক বোঝাতে পারছে না ততদিন অর্ণবকেও পাশে থাকতে হবে। পাশের ঘর থেকে রিকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, সুর করে কী যেন বলছে।

রিকের বয়স হবে প্রায় পাঁচ। আরও দুমাস বাকি। এখনও সেভাবে কথা বলতে পারে না, তাই বাথরুম যাওয়ার শিক্ষাও পায়নি। কখনও আঙুল তুলে দেখায় আবার কখনও তাও না। সুতপাকে সব সময় খেয়াল রাখতে হয়। তাও স্কুলে থাকলে ঘন্টা চারেক সুতপা একটু নিজের জন্য সময় পায়, এখন তো সেই গত বছর থেকে স্কুল বন্ধ, বাড়িতেই।

সুতপা অর্ণবকে বলে চলেছে অন্য সময় তো সবটাই আমি করি। থেরাপিতে নিয়ে যাওয়া, স্কুল, পড়ানো, বাচ্চার দেখাশুন..... অর্ণব ল্যাপটপের কাজে ডুব দিয়েছে তখন। সুতপা অসহায় হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। কী করবে সে? কবে কথা বলতে পারবে রিক? ও সবার মাঝে এগিয়ে যেতে পারবে তো? অসংখ্য প্রশ্ন তার মনকে হতাশ করে। হঠাৎ রিক মায়ের গলাটা জড়িয়ে ধরে। হয়ত বোঝে মা-র মন খারাপ, চোখের জল মুছেই ঘড়ির দিকে তাকায় সুতপা। এগারটা বাজতে পাঁচ। 'অনলাইন ক্লাস' এর টাইম হয়ে গেল। রিককে রেডি করে বসাতে হবে।

'গুগল মিট'-এর লিঙ্ক টায় ক্লিক করল সুতপা। রিক এদিক ওদিক দেখছে। রিককে ট্যাবের সামনের দিকে তাকাতে বলল। ওপার থেকে রিকের দুই ম্যাম একসঙ্গে 'গুড মর্নিং' বলে উঠলেন।

রিক হয়ত লজ্জা পেল, কিন্তু স্ক্রিনের দিকে কয়েক সেকেন্ডের বেশি তাকাল না। টিচাররা বেশ জিনিস করে দেখালেন। রিক মা পাশে আছে বলে কিছুটা বসলেও খুব মন দিয়ে তেমন কিছু করল না। শিক্ষিকা তারপর সুতপাকে একটা মাছ আঁকতে বললেন, রিক মাছটাতে রঙ করল। শিক্ষিকা রিককে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ভেরি গুড বলে হাততালি দিলেন। এরপর টা টা করতেই রিক স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে টা টা করে দিল।

রিককে সুতপা প্রথম লক্ষ্য করে যখন রিক নাম ধরে ডাকলে উত্তর দিত না। এমনকি দেখতও না। বেশ কিছুদিন পর সুতপার মনে হয় রিক হয়ত শুনতে পায় না। অর্ণবকে জানাল সে। প্রথমে তেমন পাত্তা না দিলেও পরে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের সাথে আলোচনা করা হল রেবা টেস্ট। কিন্তু তাতে কিছুই পাওয়া গেল না। এরপর ডাক্তার একজন সাইকোলজিস্ট রেফার করলেন এবং ধরা পড়ল রিক অস্টিম। অস্টিম রোগটি হল স্নায়ুতন্ত্রের অপরিপূর্ণ বিকাশ। একটি বাচ্চা নিজের জগতে থাকতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। সবটাই ওকে শিখিয়ে দিতে হয়। কীভাবে খেতে হয়, কীভাবে কথা বলতে হয়। এমনকি টয়লেট টেনিংটাও একটা পদ্ধতি। সেই পদ্ধতিতেই ধাপে ধাপে এগিয়ে যায় মা আর বাচ্চা। কখনও মা খুব সুন্দরভাবে বাচ্চাকে শিখিয়ে সবার মধ্যেই এগিয়ে দেন, যারা পারেন না তাদের লড়াই করতে হয় আরও বেশি। কিন্তু যারা পারে না তারা কেন পারে না সেটাই প্রশ্ন। এর উত্তর হল, প্রথমত অস্টিম হল এমন একটি জিনি যেখানে প্রত্যেকটি বাচ্চাই আলাদা, কেউ কারোর সাথে থাকে না। তাই এক একটা বাচ্চাকে এক এক ভাবে তৈরি করার পরিকল্পনা করতে হয়। এই বিষয়টা অভিভাবকদের মেনে নেওয়াটা খুব জরুরি। প্রথমে মেনে নেওয়াটা অসুবিধা হলেও পরে বিষয়টার ওপর গুরুত্ব দিয়ে, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী ধাপে ধাপে চলা উচিত। কিন্তু বেশি চাপ দিয়ে কেউ যদি মনে করে তার বাচ্চা অন্যান্য বাচ্চাদের মতো এগোতে পারছে

কিনা তাহলে কিন্তু বাচ্চার শেখাটা আরও পিছিয়ে যেতে পারে।

অনেক সময় বিষয়টি গুরুত্ব না দিয়ে বাচ্চাকে ছোট বয়সেই একটি নামী স্কুলে ভর্তি করে দিলেও সেটা পরে হতাশার কারণ হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে যদি বাচ্চাকে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী শুরুতে এক পা এক পা করে এগোনো যায় পরবর্তী সময়ে তার যোগ্যতা অনুযায়ী বড় নামি স্কুলে পড়তেই পারে।

আরও একটা বিষয় বাচ্চার পড়াশুনার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কখন কী হওয়া উচিত আর কি পদ্ধতিতে হওয়া উচিত সেটা বাচ্চার কথা ভেবে পরিকল্পনা করতে হবে, মা-বাবার চাওয়া অনুযায়ী না। মা বাবা মনে করতেই পারে প্রতিবেশীর বাচ্চা শব্দ গঠন করতে পারে, হয়ত বিশেষ্য, ক্রিয়াও শিখছে। তাই তাঁদের বাচ্চাকেও শিখতে হবে। কিন্তু সেটা বাচ্চার 'মানসিক স্বাস্থ্যে'র জন্য কতটা অসম আর পরিণতি কী হতে পারে সেটাও ভাবতে হবে।

বাচ্চার ওপর অযথা চাপ দিলে ঠিক কী হতে পারে? এটা অভিভাবকদের জেনে নেওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাচ্চা হয়তো বাক্য রচনা করার জায়গায় নেই, সে শব্দ শিখছে, সেই সময় যেটা তার জন্য কঠিন সেটা জোর করে শেখাতে গেলে বাচ্চা পারবে না, তার উৎসাহ চলে যাবে। তাকে আরও জোর করে শেখাতে গেলে তার ব্যবহারিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে সে খুব হিংস্র হয়ে উঠতে পারে এতে পরিস্থিতি অযথা জটিল হবে ও হতাশা বাড়াবে। পরবর্তী সময়ে বাচ্চার হীনমন্যতাও হতে পারে।

শিক্ষার দিকে দৃষ্টি থাকলেই হবে না। সামগ্রিক উন্নতিটা পাশাপাশি সমভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। যেমন বাচ্চা কোন নামী স্কুলে যায়, সে এ, বি, সি, ডি, সংখ্যা লিখতে পারে। কিন্তু ক্লাসে ব্যাগ থেকে নিজের খাতা পেন্সিলবক্স বের করে না। সাহায্য লাগে। অথবা নির্দেশ অনুসরণ করে না। 'এবার বস'- বললে কিছুটা আরও দাঁড়িয়ে থাকে। সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় পাশাপাশি শিখতে হবে।

এখানে স্পিচ অস্টিমের এর একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যাদের মুখে কথা থাকে তাদেরও সমানে ধাপে ধাপে অনেক কিছু শেখানো হয়। যেমন বাচ্চা সঠিক সময়ে বা তার কিছুটা পরেই কথা বলল। কিন্তু বাচ্চা কথা বলে মানেই সব পরিস্থিতি সহজ হয় না। কয়েকটা শব্দ জানলেও, শব্দের সঠিকভাবে প্রয়োগ শিখতে হবে। শব্দের ভান্ডার বাড়াতে হবে এবং সঠিক ভাবে প্রয়োগের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। বাচ্চা বুঝে উত্তর দেবে। প্রশ্নের উত্তর দিতে শিখতে হবে। শব্দে উত্তর তারপর বাক্যে উত্তর, আরও প্রকাশ করতে জানতে হবে। যেমন আপনি একটা মাছ আঁকলেন। বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করলেন 'এটা কি?' বাচ্চা বলল 'মাছ'। এই শব্দ থেকে বাক্যে যাওয়ার ধাপগুলো সুন্দর করে শিখলে সে বলতে শিখবে 'এটি একটি মাছ'। এবার এই বাক্যকে আরও বিস্তার করাটাও ওকে ধাপে ধাপে শেখাতে হবে। তবেই ও বলতে পারবে। যেমন, 'এটি মাছ। আমরা মাছ খাই।' মাছ জলে থাকে। সুতরাং ধাপে ধাপে বাচ্চাকে শেখালে তবেই ও শিখবে। এরপর আসবে বক্তৃতার ব্যাপার। অটিজমের ক্ষেত্রে অধিকাংশ বাচ্চারই কাল্পনিক চিন্তার ক্ষেত্রে অসুবিধা থাকে। তাই শেখার ধাপগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ আর তার সঙ্গে বাচ্চা শিখে কতটা ঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারে সেটাও খেয়াল রাখতে হয়। যারা কথা বলতে পারে না তাদের ক্ষেত্রে ছবি দিয়ে বিষয়গুলো শেখানো এবং ঠিকভাবে প্রকাশ করবে সেই বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।

অনেকেই যখন কথা বলতে শেখে তখন একটা শব্দ শোনার পর সেটিকেই বলে। যেমন কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে 'তোমার নাম কি' বাচ্চাও বলবে 'তোমার নাম কি' একে বলে 'ইকোলেশন'। এই বিষয়টির ওপরও কাজ করতে হবে।

বন্ধুত্বের ধারণাও অটিজমের বাচ্চাদের দিতে হয়। যেহেতু নিজের জগতেই তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে তাই তারা অনুভবও করে না অন্যের কাছে গিয়ে খবর নেওয়া আদৌ কতটা প্রয়োজন তাই সেটাও ধাপে ধাপেই শেখাতে হবে। অটিজমের শেখা এবং শেখানোর জায়গাটা এতটাই প্রসারিত যে একবার ছোট্ট ছোট্ট ধাপগুলো বাচ্চা পেরিয়ে যেতে পারছে দেখলে যে আনন্দ বা উৎসাহ হয় আর কিছুতেই সে আনন্দ অনুভব করা যায় না। এ যেন সঠিক নিয়ম মেনে ধাপে ধাপে শুধুই চলা। আরও এগিয়ে চলা।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com